একজন অদ্বিতীয় বণাম একাত্তরের গল্প

অনিরুদ্ধ আহমেদ

এক

অদ্বিতীয়'র জন্ম আশির দশকের গোড়ার দিকে , কিংবা ধরুন সত্তরের দশকের শেষে, বাংলাদেশেরই কোন এক বিভাগীয় শহরে । তখন জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার জোয়ার চলছে , খাল কাটার প্রবল উদ্যমের সঙ্গে তাল মিলিয়েই জামায়াতী কুমীররা একে একে প্রত্যাবর্তন করছে রাজনীতির সিংহ দ্বার দিয়েই। বঙ্গবন্ধু, তখন কেবলই শেখ মুজিবর রহমান , প্রায় অনুচ্চারিত একটি নাম । তাঁর অনুগামিদের একাংশ মিশে গেছে গড্ডালিকা প্রবাহে ,অপরাংশ দ্বিধাবিভক্ত নিজেদের মধ্যে । রাজনীতির এই রকম এক পটভূমিতে অদ্বিতীয়'র জন্ম। হয়ত এখনকার এই সময়ে , অদ্বিতীয় জন্মালে তার ডাক নাম হতো , আধুনিক কোন আরবী নাম , নিতান্ত্ম সত্তর -আশির দশকের তরুণ বাবা - মা রা বাংলা নাম রাখার শখ সংবরণ করতে পারেননি। মুসলমান হওয়া এবং বাঙালি হওয়ার এই পরিচিতি সঙ্কট সত্বেও অদ্বিতীয়'র ডাক নামটি নির্ভেজাল বাংলা রেখেছেন , কতটা বাঙালি পরিচিতি ধরে রাখার ইচ্ছায় এবং কতটা নিতান্ত্ম হালের , এবং বোধ করি কালেরও , ফ্যাশনের কারণে , সেটি বোঝা মুস্কিল। কিন্তু অদ্বিতীয় নামটি নিঃসন্দেহেই খুব যুৎসই হয়েছে। এই প্রায় তিরিশ ছুঁই ছুঁই করা তরুণটি এখন এই উত্তর আমেরিকায় বাস করছে , বাবা মা'র সঙ্গেই এবং বলাই বাহুল্য বাঙালিয়ানার হের ফের ঘটেনি তার জীবনে । সুযোগ পেলেই বাংলায় কথা বলতে সে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে অনেক বেশি। সদ্য কিশোরোত্তীর্ণ বয়সে বাবা-মা 'র সঙ্গে ডি ভি লটারী পেয়ে যখন সে এসছিল এ দেশে নব্বইয়ের দশকে , তার আগে পর্যন্ত্ম বাংলা মাধমেই পড়েছে, বরঞ্চ এখানে এসে ইংরিজি ব্যবহারে সঙ্কোচ ছিল গোড়াতে ; এখন রীতিমতো দড়্গা দ্বিভাষিক। পদার্থ বিদ্যার চৌকষ এই ছাত্রটির নাম যে বাবা মা রেখেছিলেন অদ্বিতীয় , সেটা বোধ করি একেবারেই ভুল করেননি। অদ্বিতীয়'র জন্য গর্ব করার অনেক কিছুই আছে , তার পরিবারের । এতো কিছু সদর্থক বিষয় থাকা সত্বেও , অদ্বিতীয় কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে বিমুখ , না বিজ্ঞানের ছাত্র বলে নয় কারণ সাহিত্যে ওর আগ্রহ আছে ; মাসুদ রানা পড়েছে রাত জেগে , এখানকার হিস্ট্রী চ্যানেলেও ছবি দেখে মাঝে মাঝে , আমেরিকায় অভিবাসন গ্রহণ করায় দেশটির প্রতি তার ভালোবাসা নিখাদ কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের ব্যাপারে তার প্রবল অনীহা। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এমন কী তাজউদ্দিন , এঁদের নাম শুনলে আপত্তি করে , বলে আবার ঐ ইতিহাসের লেবু কচলিয়ে তেতো করার কী দরকার , তার চেয়ে বরঞ্চ যেন গ্রামিন ব্যাঙ্কের শেম্নাগানের মতোই বলে ওঠে এগিয়ে চলুক বাংলাদেশ ।

এখানেই অদ্বিতীয় সম্পুর্ণ ভিন্ন . একাত্তরের কথা জানতে যারা চায় সেই একঝাঁক তরুণ তরুণীর থেকে। শিমূল কিংবা স্বাড়্গার , শাফাক কিংবা নাদিয়া যারা একাত্তরের কথা শোনার জন্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নিজেদের উদ্যোগে, একাত্তর- উত্তর প্রজন্মকে শোনাতে চায় একাত্তরের বস্তুনিষ্ঠ সেই ইতিহাস , তাদের থেকে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে আমাদের এই তরুণ অদ্বিতীয়। যে প্রজন্মকে ইদানিং সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে " জিয়া জেনারেশন" বলা হয় , অদ্বিতীয় যেন সেই প্রজন্মেরই প্রতিনিধি যারা ইতিহাসকে দেখে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। এই তরুণরা যে পাকিস্তানপন্থি সেটা হয়ত বলা যাবে না কারণ পাকিস্তান তাদের কাছে দূরের ইতিহাস, সম্পুর্ণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এক অস্তিত্ব কিন্তু ভারত বিরোধীতা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সংশিস্নষ্টতার ঐতিহাসিক সত্যকে যেহেতু তারা অস্বীকার করতে পারে না , সেই হেতু সেই ইতিহাস তারা শুনতে চায় না। মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ যেন তাদের অনুভুতিতে অনাবশ্যক কথা , অদ্বিতীয়রা মুক্তিযুদ্ধের কথায় কানে হাত দেয় , যেন কোন এক অশস্নীল কথা বলছে কেউ। বিদেশে এই প্রজন্ম এসে যে পরিচিতি ও সংস্কৃতি রড়্গা করে, সেটি হলো ইসলামি সংস্কৃতি, সে জন্যে অদ্বিতীয়রা সাইদীর বক্তব্য শুনতে যায় , সাঈদির ক্যাসেট বাজায় এবং সাঈদীর দল কিংবা তিনি নিজে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিলেন সে সত্যটি অদ্বিতীয়রা এড়িয়ে যায়, সজ্ঞানেই।

দুই

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস , বঙ্গবন্ধু কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের কথা শুনতে অদ্বিতীয়দের আপত্তি কেন ? এর কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি বার বার । এর একটি আপাত নির্দোষ কারণ হতে পারে এই যে বাংলাদেশে রাজনীতির মেরুকরণের কারণে ইতিহাস নিয়ে যে সব বিতর্ক হয় সে সম্পর্কে এখানে অভিবাসী তরুণ তরুণীরা হয়ত অনেকটাই বিভ্রান্ত এবং আমাদের এই তরুণ অদ্বিতীয় 'র মতো ড়্গুব্ধ ও। তবে এটি একমাত্র কারণ নয় কেনা না এই ড়্গোভের কারণে কেউ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে না। এদের মতো বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ প্রজন্মের এটা বোঝা উচিৎ যে সমসাময়িক রাজনৈতিক বাদ প্রতিবাদের কারণে আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের অবমূল্যায়ন করি, আমাদের শেকড় অনুসন্ধানে বিমুখ হই , তা হলে অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে। তা হলে এর কারণ কি ? দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে , আওয়ামী বিরোধীতার রাজনীতির প্রভাব জিয়া জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এতটাই তীব্র যে ঐ দল কিংবা তার নের্তৃত্বের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের যে একটা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল , সেটি মানতে রাজি নয় তারা। অদ্বিতীয়দের অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমায় আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার ড়্গমতায় আসার পর কারণ ইতিহাসের যে সব তিক্ত সত্য বেরিয়ে আসতে থাকে তখন সেটি ঐ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছে কারণ তাদের মগজ ধোলাই হয়েছে আগেই । তারা জেনেছে শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা , জেনেছে তাঁর আমলে দূর্ভিড়্গের কথা কিন্তু এর কারণ

অনুসন্ধানের চেষ্টা তাদের করতে দেওয়া হয়নি থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়বে সেই আশঙ্কায়। ইতিহাস নিয়ে এই লুকোচুরি খেলা চলেছে বাংলাদেশে গত তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তৃতীয় কারণ , আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের অবিচ্ছেদ্য সংশেস্নষণ। ঐ জিয়া প্রজন্মের তরন্নণ তরন্নণীরা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝেছে ভারত বিরোধীতা ; সেখানে ভারতকে কি ভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি সুহৃদ রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করা যায় , সেই বিভ্রান্তিত্ম ও তাদের মধ্যে কাজ করে। এ সব কিছুর জন্যে ঐ প্রজন্মকে দায়ী করার চাইতে বোধ করি যে পারিবারিক পরিবেশে এরা বড় হয়েছে সেই পারিবারিক পরিবেশকেই দায়ী করতে হয়। দায়ী করতে হয় পঁচাত্তর পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকেও। ইতিহাসকে নির্মোহ ও নিরপেড়্গ ভাবে দর্শন না করে অদ্বিতীয়রা যখন চট করে বলে ফেলে যে " ইতিহাসের বড় শিড়্গা হচ্ছে , ইতিহাস থেকে কেউ শিড়্গা নেয় না" তখন এই চর্বিত চর্বণ বাক্য উচ্চারণের পেছনে এক ধরণের পলায়নপরতা কাজ করে , ইতিহাসের তিক্ত সত্যের সামনে দাঁড়াতে এরা ভীত হয়ে পড়ে।

তিন

আমার এই প্রতীকি অদ্বিতীয়দের ইতিহাস বিমুখীনতার বিপড়্গে এগিয়ে এসছে বাস্ত্মবের এক ঝাঁক তরন্নণ তরন্নণী। এরা সকলেই একাত্তর উত্তর প্রজন্ম , অদ্বিতীয়দেরই সমসাময়িক এরা। এরা বলছে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক বাদ বিসম্বাদের উর্ধ্বে উঠে মুক্তিযুদ্ধকে জানতে হবে কারণ মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার সঙ্গে যে কালিক ও স্থানিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে , তার অসুবিধে সত্বেও এই ব্যবধানই আমাদের ইতিহাস বুঝতে এক ধরণের বস্তুনিষ্ঠ শক্তি দেবে এবং আমরা নির্মোহ ভাবে সত্য অনুধাবনে সমর্থ হবো। একাত্তর যাঁরা দেখেছেন , প্রত্যড়্গ বা পরোড়্গ ভাবে বাঙালির সেই বাঁচার লড়াইয়ে যাঁরা যুক্ত ছিলেন , তাঁদের সঙ্গেই কথোকথনের আয়োজন করছে একাত্তরের গল্প 'র সীমা সাহা কিংবা তাসবির ইমাম (স্বাড়্গার) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া চৌকষ তরন্নণ তরন্নণী। তারা যেমন বাংলাদেশের ঘুর্ণিঝড়ের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করছে তেমনি সেই দেশের ইতিহাসকে তারা উপলব্ধি করতে চায় সবটুকু দেশপ্রেম দিয়ে। ইতিহাসের অনেক কিছুই যে এখনও আমাদের অগোচরে থেকে গেছে , সম্প্রতি সেই সত্য কথাটি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তানভির মোকাম্মেল তাঁর Tajuddin Ahmed: An Unsung Hero প্রামাণ্য চিত্রটির মধ্য দিয়ে। ভাবতে বিস্মিত বোধ করি যে একাত্তরে আমরা কী সব নিঃস্বার্থ নের্তৃত্ব পেয়েছিলাম যাঁরা তাঁদের বর্তমান ত্যাগ করেছিলেন , আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে ! তেমনি এক স্বল্প উচ্চারিত নাম হচ্ছে , আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী , তাজুদ্দিন আহমেদের। শিমুল -স্বাড়্গারেরা এই সত্যগুলোকেই আমাদের সামনে নিয়ে আসতে চায়। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা যে দেশের দন্ড মুন্ডের কর্তা হয়ে বসেছিল, সেই লজ্জা থেকে মুক্তি দিতে চায় আমাদের এই স্বদেশমুখীন তরন্নণ প্রজন্ম। এরা কেউই উগ্র জাতীয়তাবাদী নয় , কিন্তু এরা ইতিহাসের সঙ্গে সেতু নির্মাণে আগ্রহী । এরা মনে করে না , ইতিহাস কেবল অতীত চারিতা ; এদের শেকড় সন্ধানের প্রচেষ্টার সঙ্গে শাখা বিস্ত্মারের উদ্যমের কোন বিরোধীতা নেই। এরা সকলেই নিজ নিজ ড়্গেত্রে

ঔজ্জ্বল্যের স্বাক্ষ্য রাখতে চায় , কর্মজীবনে সাফল্য অর্জনে ব্রতী এরা কিন্তু স্বদেশকে , স্বদেশের ইতিহাসকে তুলে ধরতে চায় তারা সকলের সামনে। সমান্তরালে তারা শ্রদ্ধা করে বাংলাদেশকে , বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষকে , বাঙালি সংস্কৃতিকেও। ইতিহাস অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টা বাঙালি তরুণ তরুণীদের জন্যে আরো প্রয়োজনীয় এই কারণে যে রাজনৈতিক মতভেদ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমতায় থাকার কারণে অদূর অতীতে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে বার বার, দেশে এবং বিদেশেও। এখন নিশ্চয়ই সময় এসছে এ কথা বলার যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানুন , নের্তৃত্বের অবদানের মূল্যায়ন করুন এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের তিরস্কৃত করতে দ্বিধা করবেন না।

একাত্তরের গল্পতো আসলে গল্প নয় , অশ্রু ও রক্তে মেশানো এক কঠিন বাস্তবতা। আর একাত্তরতো কেবল একাত্তরেই শুরু হয়নি , হয়েছে আরো দু দশক আগে। আনন্দের কথা , বৃহত্তর ওয়াশিংটন ভিত্তিক এই একাত্তরের গল্প সংগঠনটি এ সব বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রেখেছে। এদের এই উদ্যম যত বৃদ্ধি পাবে , এই উদ্যোগ যত বেগবান হবে , অদ্বিতীয়রাও ততই বুঝতে পারবে যে স্বদেশের ইতিহাসকে অবজ্ঞা করা, নিজের অস্তিত্বের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা এক ধরণের।

[লেখাটি সমকাল পত্রিকার ১২ ই ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত]

মতামতের জন্যে ইমেইল ঠিকানা : aauniruddho@gmail.com